সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৫৩
WEEKLY BOOKLET:453

আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রায় ২২ বছর আগের বয়ান

ওসিলার বরকত

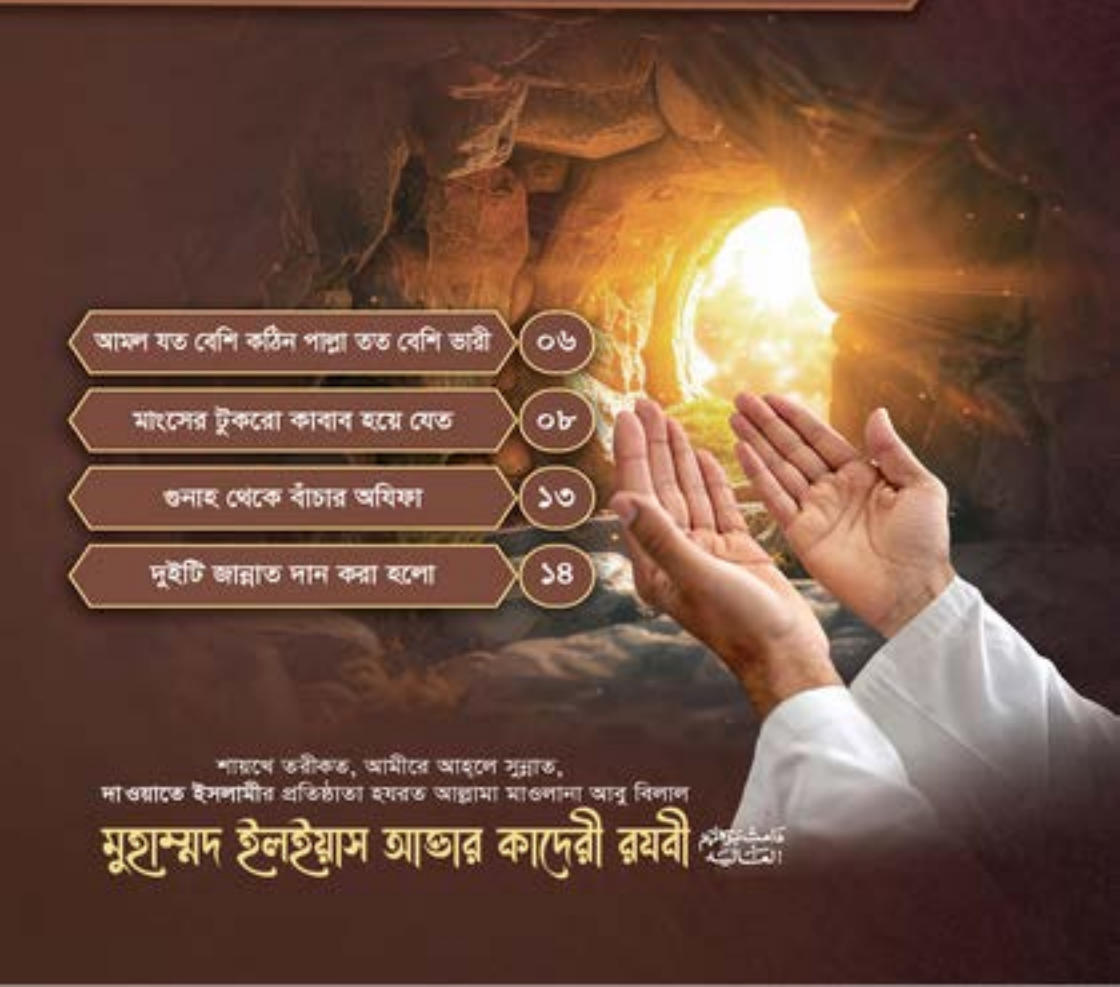

আমল যত বেশি কঠিন পাল্লা তত বেশি ভারী ০৬
মাংসের টুকরো কাবাব হয়ে যেত ০৮
গুনাহ থেকে বাঁচার অযিফা ১৩
দুইটি জান্নাত দান করা হলো ১৪

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ওসিলার বরকত

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ পুস্তিকা **"ওসিলার বরকত"** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে নেকীর উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে বিনা হিসাবে প্রবেশাধিকার দিয়ে তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব নসীব করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন দুইজন বন্ধু পরস্পর একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে এবং মুসাফাহা করে আর রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদে পাক পাঠ করে তখন উভয়ে পৃথক হওয়ার আগেই তাদের পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৭১, হাদিস: ৮৯৪৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওসিলার বরকত

আগেকার যুগে তিন ব্যক্তি কোন এক সফরে রওনা হল, সফরের মাঝখানে রাত কাটানোর জন্য একটি গুহায় প্রবেশ করল আর ঘুমিয়ে পড়ল।

www.dawateislami.net

ইতিমধ্যে পাহাড় থেকে একটি পাথর গড়িয়ে পড়ল যেটার কারণে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। এখন তারা এই বিপদ থেকে মুক্তির জন্য এই সিদ্ধান্ত নিল যে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের নিজের কোন নেক আমলের ওসিলা দিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করব, অতএব তাদের মধ্যে একজনে আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করল: হে আল্লাহ পাক! তুমি জানো যে, আমার মা-বাবা ইন্তেকাল করেছে আর আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার সন্তান-সন্ততিদের দুধ পান করাতাম না যতক্ষণ না আমার মা-বাবাকে তাদের প্রাপ্য অংশ পান করিয়ে নিতাম না। হে পরওয়ারদিগার! তুমি জানো একবার আমি আমার পৃহপালিত পশু চড়াতে দূরে গিয়েছিলাম আর যখন রাতে ঘরে ফিরলাম তখন আমার মা ঘুমিয়ে পড়েছিল, আমি তাদের প্রাপ্য পশুর দুধ নিয়ে শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলাম এই পর্যন্ত যে, যখন অনেকক্ষণ পর তাঁর চোখ খুলল তাঁকে দুধ পেশ করলাম এরপর আমার সন্তানদের পান করিয়েছি এবং স্বয়ং নিজে পান করেছি। হে আল্লাহ পাক! যদি আমার এই আমলটি তোমার সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের জন্য হয়ে থাকে তবে সেটার বরকতে গুহার মুখ থেকে পাথরটি সরিয়ে দাও এবং আমার এই মুসিবতটি দূরীভূত করো। এই দোয়ার বরকতে পাথরটি গুহার মুখ থেকে কিছুটা সরে গেল কিন্তু বের হওয়ার রাস্তা হলো না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি আরজ করল: হে আল্লাহ! আমি আমার চাচাত বোনকে পছন্দ করতাম আর সে আমার জন্য সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় ছিল। আমি তার সাথে মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করেছি কিন্তু সে আমার কথায় রাজি হলো না। একবার যখন দূর্ভিক্ষ দেখা দিল সে আমার কাছে সাহায্যের জন্য আসল, আমি তাকে এই শর্তে ১২০ দিনার (অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা) দিলাম যে সে নিজেকে আমার কাছে সোপর্দ করে দিবে, যেহেতু সে অনেক অপারগ ছিল সেজন্য আমার এই শর্ত পূরণে সম্মত হলো। অবশেষে যখন আমি আমার ইচ্ছা পূরণে

www.dawateislami.net

সামর্থবান হয়ে গিয়েছিলাম তখন সে আমাকে বলতে লাগল: হে আমার ভাই! আল্লাহ পাককে ভয় করো এবং মোহরের হক আদায় না করে ভঙ্গ করিও না। হে আমার মাওলা! তার এই আকুতিতে আমি গুনাহ থেকে সরে দাঁড়ালাম আর স্বর্ণমুদ্রাও তাকে দিয়ে দিলাম। যদি আমার এই আমল তোমার সন্তুষ্টি ও নৈকট্যতার জন্য হয়ে থাকে তবে আমাদেরকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দান করো সুতরাং পাথর কিছুটা সরে গেল কিন্তু তখনো গুহা থেকে বের হওয়া সম্ভব ছিল না।

এখন তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করলাম: হে আল্লাহ পাক! তুমি জানো যে একবার কিছুলোককে কাজে নিযুক্ত করেছিলাম আর তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে দিলাম কিন্তু তাদের মধ্য হতে একজন তার পারিশ্রমিক না নিয়েই চলে গেল। আমি তার পারিশ্রমিকের টাকাগুলো ব্যবসায় লাগিয়ে দিলাম এই পর্যন্ত যে, তার সম্পদ বেড়ে অনেক হয়ে গেল। কিছুদিন পর সে-ই কর্মচারী আমার পাশে আমল আর নিজের পারিশ্রমিক চাইল। আমি তাকে বললাম: এই যে তুমি ছাগল, গাভী, উট ও গোলাম দেখতে পাচ্ছো সবকিছু তোমার পারিশ্রমিক। সে একদম চমকে গেল আর বলতে লাগল: আল্লাহর বান্দা! আমার সাথে মজা করছ। আমি তাকে বললাম: আমি তোমার সাথে মজা করছি না, আসল কথা হলো, তুমি তোমার পারিশ্রমিক না নিয়েই চলে গিয়েছিলে আমি তোমার পারিশ্রমিকের টাকা দিয়ে ব্যবসা করেছি যেটার এতটুকু বরকত হয়েছে যে, ছাগল, উট, গাভী আর গোলাম ইত্যাদি জমা হয়ে গেল আর এসবকিছু তোমার পারিশ্রমিক থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ওই শ্রমিক অনেক খুশি হলো এবং সমস্ত সম্পদগুলো নিয়ে গেল, সে ওইগুলো থেকে কিছুই রেখে যায়নি। হে আল্লাহ পাক! যদি আমার এই আমলটি শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির খাতিরে হয়ে থাকে তবে তুমি

www.dawateislami.net

আমাদেরকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দান করো! অতএব ওই পাথরটি গুহার মুখ থেকে পুরোপুরিভাবে সরে গেল আর সেই তিন মুসাফির গুহা থেকে বের হয়ে তাদের গন্তব্যে রওনা হলো। (বুখারী, ২/৪৮, হাদিস; ২২১৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনার মধ্যে আমাদের জন্য অসংখ্য শিক্ষনীয় মাদানী ফুল রয়েছে যেমন মুসিবত আসে তো বাহ্যিক ব্যবস্থার সাথে দোয়ার দিকেও মনোযোগী হওয়া উচিত কিন্তু আফসোস! আমরা এই বিষয়ে উদাসিনতার শিকার। আমাদের যখনই কোন বিপদ আসে তখন আমরা সেটার দূরীভূত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করি আর মানুষের কাছে সাহায্য চাই যে, আমার অমুক সমস্যাটি সমাধান করে দাও কিন্তু আল্লাহ পাকের দিকে মনোযোগী হই না। যদি আমাদের মধ্যে কারো সর্দি, কাশি বা কোন পেরেশানী চলে আসে তো সে তৎক্ষণাৎ ঔষুধ সেবন করা শুরু করে দেয় এবং পেরেশানী দূর হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করে না যে হে আল্লাহ! আমার সর্দি হয়েছে, তুমি আরোগ্য দান করো, হে আল্লাহ পাক! আমার কাশি হয়েছে তুমি দয়া করো, হে আল্লাহ পাক! আজ আমার কাজে মন বসছে না তুমি মন লাগিয়ে দাও, হে আল্লাহ পাক! আজ আমার অলসতা অনূভব হচ্ছে তুমি আমাকে স্বস্তি দান করো, হে আল্লাহ আমার ব্লাড পেশার হাই হয়ে গিয়েছে তুমি নরমাল করে দাও ইত্যাদি ইত্যাদি। একটু ভেবে দেখুন! যদি আমরা ঔষুধের সাথে সাথে দোয়াও করতে থাকি তবে তাতে সমস্যা কোথায়? অথচ আমরা দোয়ার দিকে তখনই মনোযোগী হই যখন আমাদেরকে ডাক্তাররা বলে যে, এখন আপনার রোগীর জন্য দোয়া করা জরুরী অর্থাৎ যখন ডাক্তাররা দোয়া করতে বলে তখন আমাদের বোধগম্য হয় যে, আমাদের রোগীর জন্য দোয়া প্রয়োজন, এর পূর্বে

www.dawateislami.net

আমরা দোয়ার বিষয়ে উদাসিন থাকি। হায়! আমরা আগে থেকেই দোয়া করে এমন হয়ে যেতাম।

মনে রাখবেন! যত কঠিন রোগ হোক না কেন আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করা প্রয়োজন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে দোয়া করার হুকুম দিয়েছেন যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اُدْعُوْنِیْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ

(পারা: ২৪, সূরা মুমিনীন, আয়াত: ৬০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি গ্রহণ করবো।

কোন রোগই চিকিৎসাহীন নয় যেমনটি হাদিসে পাকে রয়েছে: আল্লাহ পাক যতগুলো রোগ দিয়েছেন সেগুলোর প্রতিষেধকও রেখেছেন। (বুখারী, ৪/১৬, হাদিস: ৫৬৭৮) হ্যাঁ, এটা সত্যি যে চিকিৎসকরা কিছু রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারেনি এবং এখনও পর্যন্ত সেগুলোর কোনো প্রতিকার খুঁজে বের করতে পারেনি।

স্মরণ রাখবেন! আল্লাহ পাকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ না কোন কার্য সম্পাদনকারী আছেন আর না কোন কেউ ভবিষ্যতে হওয়া সম্ভব যখনই কোন হোক বা বড় বিপদের সম্মুখীন হবেন যদিওবা এই মুসিবত দূরীভূত হওয়াটা বাহ্যিকভাবে অসম্ভব মনে হয় কিন্তু তারপরও আমাদের দোয়া করা উচিত। অনেক সময় এমন বিপদ যেগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব মনে হয়, দোয়ার বরকতে সেগুলো মুক্তি নসীব হয়ে যায় যেমন আপনি রিসালার শুরুতে অবলোকন করেছেন যে, যখন তিনজন লোক সফরের মধ্যে রাত অতিবাহিত করার জন্য গুহায় প্রবেশ করল তো একটি পাথর ধ্বসে পড়ল যার কারণে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল এবং ওই মুসাফিরদের গুহা থেকে বের হওয়া প্রায়ই অসম্ভব হয়ে গিয়েছে কিন্তু ওই নেককার বান্দারা আল্লাহ পাকের

www.dawateislami.net

দরবারে তাদের নেক আমলের ওসিলা দিয়ে যখন দোয়া করল তখন তাদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

হে আশিকানে রাসূল! প্রতীয়মান হলো দোয়ার সময় নেক আমলের ওসিলাও পেশ করা যেতে পারে সুতরাং নেক আমল যা একনিষ্ঠতার সাথে করা হয়েছে যদিওবা বাহ্যিকভাবে সাধারণ হয় যেমন কেউ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য অন্ধ ব্যক্তিকে রাস্তা পার করিয়ে দিল তবে এই নেক আমলের ওসিলা দিয়েও দোয়া করা যাবে।

আমল যত বেশি কঠিন পাল্লা তত বেশি ভারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেই আমল যত বেশি কঠিন হবে মিযানের পাল্লায় সেটা তত বেশি ভারী হবে এবং সেটার সাওয়াবও তত বেশি মিলবে। এটাতে এইভাবে বুঝে নিন! উদাহরণস্বরুপ কোন এক ব্যক্তির কাজের জন্য একদমই অবসর সময়ের সুযোগ ছিল না, রাস্তায় ট্রাফিক বেশি ছিল না, সে রাস্তা পার হচ্ছিল তার মাঝে হঠাৎ সে এক অন্ধ লোককে দেখতে পেল সুতরাং সে ওই অন্ধ ব্যক্তির হাত ধরল, এবং স্বয়ং নিজেও তাকে সাথে রাস্তা পার করিয়ে দিল, অবশ্যই সে এই নেক আমলের সাওয়াব পাবে কিন্তু যেহেতু এই আমলটি তেমন কঠিন ছিল না কেননা তার কাছে সময়ও ছিল, রাস্তায় বিশেষ কোন ট্রাফিকও ছিল না এবং সে নিজেও রাস্তা পার হচ্ছিল।

পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি রোডের পাশে দোকানে বসা অবস্থায় ছিল, তার নিকট গ্রাহকের ঈর্ষাও ছিল, যে মাল বিক্রি করছিল তার মত অন্য দোকানদারও মাল বিক্রি করছিল সুতরাং গ্রাহকদের সামলানোও জরুরী ছিল কিন্তু একটু ভাবুন সামান্য একটু অবহেলায় গ্রাহক এক দোকান বাদ দিয়ে অন্য দোকানে চলে যায় কিন্তু এর মধ্যে দোকানদারের দৃষ্টি রাস্তার পাশে

www.dawateislami.net

দাঁড়িয়ে থাকা এক অন্ধ ব্যক্তির দিকে পড়ল যে রাস্তা পার হওয়ার অপেক্ষায় ছিল, গাড়ি খুব দ্রুত গতিতে তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল এবং কেউও তাকে রাস্তা পার করিয়ে দেওয়ার মত ছিল না, ওই দোকানদার না তার কাস্টমারের কথা ভাবলেন আর না ব্যবসার দিকে খেয়াল রাখলেন ব্যস দৌড়ে গিয়ে নিজের দোকান ফেলে ওই অন্ধ ব্যক্তির কাছে এলো, তাকে সালাম দিলেন এরপর তার হাত ধরে গাড়ির গতি ধীরে হওয়ার অপেক্ষা করলেন এরপর যখন তার সুযোগ মিলল ওই অন্ধ ব্যক্তিকে রাস্তা পার করিয়ে দিলেন এরপর যখন পুনরায় তার দোকানে আসল তখন কাস্টমার চলে গিয়েছিল যার কারণে সে আফসোস করল।

অবশ্যই এই অবস্থায় পূর্বেও অবস্থার তুলনায় বেশি সাওয়াব মিলবে কেননা প্রথম অবস্থায় রোড পার হওয়া ব্যক্তির জন্য কঠিন ছিল না কিন্তু দ্বিতীয়বারে দোকানদারের জন্য সেটি কঠিন হওয়ার সাথে সাথে গ্রাহক চলে যাওয়ার কারণে আর্থিক বিসর্জনও দিতে হয়েছে। দেখুন! উভয় অবস্থায় বাহ্যিকভাবে আমল একই কিন্তু উভয়ের ধরন, কষ্ট আর চেষ্টার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

একইভাবে যখন অযু করা কঠিন হয় তখন অযু করলে সাওয়াব বেশি পাওয়া যাবে যেমন কোন স্থানে বেশি ঠান্ডা, মসজিদে পানির গরম করার জন্য কোন হিটারের ব্যবস্থাও নেই এবং পানিও খুব ঠান্ডা তবে এহেন অবস্থায় যে ব্যক্তি মসজিদ কমিটিকে গালমন্দ না করে ধৈর্যধারণ করে এবং কনকনে শীতে ঠান্ডা পানি দিয়ে অযু করল তাকে ওই ব্যক্তির তুলনায় বেশি সাওয়াব দেওয়া হবে যে গরম পানি দিয়ে অযু করেছে কেননা কঠিন শীতের মধ্যে ঠান্ডা পানি দিয়ে অযু করা অনেক কঠিন একটি আমল।

www.dawateislami.net

একইভাবে যার জন্যে কুরআনে পাক পড়া কঠিন তাকে ওই ব্যক্তির তুলনায় বেশি সাওয়াব দেওয়া হবে যার জন্য কুরআনে পাক পড়া সহজ।

মা-বাবার মন খুশি করা

হে আশিকানে রাসূল! আপনি রিসালার শুরুতে যেই ঘটনাটি পড়েছেন তা থেকে এটাও বোঝা যায় যে, মা-বাবার মনজয় করা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় আমল। দেখুন! গুহায় প্রবেশ করা তিন ব্যক্তির মধ্য হতে একজন মা-বাবার কেমন বাধ্য সন্তান ছিল যে, নিজের সন্তানদের ততক্ষণ পর্যন্ত দুধ পান করাতেন না যতক্ষণ নিজের বৃদ্ধ মা-বাবাকে পান করিয়ে নিতেন না, অতঃপর যখন একরাতে মা ঘুমিয়ে পড়ল তখন সে তার মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে রইল আর নিজের ছেলে-মেয়েদেরকেও পান করালো না, যখন মা ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন তখন আগে তাকে দুধ পেশ করলেন এরপর নিজের পরিবার-পরিজনদের পান করালেন।

পক্ষান্তরে বর্তমান এই আধুনিকতার যুগে মা-বাবাকে কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয় বিশেষ করে বিবাহের পর সন্তানদের উপস্থিতিতে মা-বাবার গুরুত্ব কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? সকলে এই বিষয়ে অবগত আছেন। মনে রাখবেন! যদিওবা মা-বাবা কষ্টের কারণ হোক না কেন তখনও তাদের হকসমূহ শেষ হয়ে যায় না অতএব সন্তানদের এই অবস্থায় ধৈর্যধারণ করা উচিত। মায়ের হক সম্পর্কিত একটি রেওয়ায়েত পড়ুন:

মাংসের টুকরো কাবাব হয়ে যেত

একজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরজ করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! এক রাস্তায় এমন গরম পাথর

www.dawateislami.net

ছিল যে, যদি সেটার উপর মাংসের টুকরো রাখা হতো তবে সেটা কাবাব হয়ে যেত, আমি ছয় মাইল পর্যন্ত আমার মাকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছি, তবে কি আমি আমার মায়ের হকসমূহ আদায় করতে পেরেছি? নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: "তোমার জন্মের সময় যেই ব্যথা সহ্য করেছে হয়তো এটি সেই ব্যথার বিন্দু পরিমাণ বদলা হতে পারে।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৮/২৫৪, হাদিস: ১৩৩৯৪)

এই বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় সন্তানদের পক্ষ থেকে মা-বাবার হকসমূহ আদায় করে শেষ করা যায় না তারা তাদের যতই খেদমত করুক না কেন অতএব মা-বাবার হক তথা অধিকারের দিকে খেয়াল রাখা অনেক জরুরী। আফসোস! আজকাল সমাজে মা-বাবার সাথে অত্যন্ত খারাপ আচরণ করা হয়ে থাকে এবং অনেক লোক মা-বাবাকে তাদের গাড়িতে করে নামিও দেয় না।

অনেক সময় সন্তানদের মা-বাবার উপর এই অভিযোগ থাকে যে, তারা এমন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে থাকে যেই বিষয়ে তাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। সুতরাং এই প্রসঙ্গে আরজ হলো যেহেতু তারা মা-বাবা এজন্য প্রতিটি অবস্থায় তাঁদের আদব ও সম্মান করা জরুরী। দেখুন! মা-বাবা আমাদের অনেক ভুল-ভ্রান্তি সহ্য করেছেন যেমন আমরা ছোটবেলায় তাদেরকে বিরক্ত করতাম কিন্তু তারপরও তারা আমাদেরকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন, আমরা রাতে অনেক দেরীতে ঘরে ফিরতাম এই বেচারা মা-বাবারা রাত জেগে আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছেন, আমাদের জ্বর হতো তারা সারারাত আমাদের খেদমত করতে থাকতেন কিন্তু আমাদের বিবাহ হওয়ার পর তারা এমন কী ভুলত্রুটি করে বসেছেন যে, বিবাহের পর আমরা তাদেরকে গুরুত্ব দেওয়া ছেড়ে দিয়েছি। মনে রাখবেন! না সন্তান-সন্ততির

www.dawateislami.net

কারণে তাদের উপর অন্যায় করা যাবে আর না মা-বাবার কারণে নিজের সন্তানদের উপর অবিচার করা যাবে, উভয়ের অধিকারের দিকে খেয়াল রাখা জরুরী।

মকবুল হজ্বের সাওয়াব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মা-বাবাকে কষ্ট দেওয়ার পরিবর্তে তাঁদেরকে আদব ও সম্মান করুন, তাদের সাথে খুবই আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সাথে সাক্ষাত করুন। মা-বাবার দিকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখারও কেমন ফযিলত! যেমন আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন সন্তান মা-বাবার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকায় তখন আল্লাহ পাক তার জন্য প্রতিটি দৃষ্টির পরিবর্তে হজ্বে মাবরুর (অর্থাৎ মকবুল হজ্ব) এর সাওয়াব লিখে দেন। সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ আরজ করলেন: যদি দিনে ১০০বার তাকায় তবে? বললেন: نَعَمْ! اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَطْيَبُ অর্থাৎ হ্যাঁ! আল্লাহ পাক মহান ও পবিত্রময় (অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি পবিত্র)। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/১৮৬, হাদিস: ৭৮৫৯)**

কত সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তিরা যাদের মা-বাবা এখনো বেঁচে আছেন! এমন লোকদের উচিত যে, নিজেদের মা-বাবার খেদমত করা, তাদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা, কথাবার্তা বলার সময় তাঁদের চোখে চোখ না রাখা, তাঁদেরকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে যাওয়া, তাঁদের উপর বিরক্ত হবেন না, তারা কথা বলে তো তাঁদের কথা কাটবেন না, তাঁদেরকে ধমক দেওয়া থেকে বিরক থাকা। মনে রাখবেন! যদিওবা মা-বাবা বেনামাযী হোক না কেন তাঁদেরকে সম্মান করতে হবে কেননা নামায না পড়াটা তাঁদের ব্যক্তিগত আমল তবে তাদের এই গুনাহের প্রতি অবশ্যই নিন্দা করবেন।

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! যেহেতু মা-বাবা সন্তানদের চেয়ে বয়সে অনেক বড় হয়ে থাকে এজন্য যদি সন্তানরা তাদেরকে ডাইরেক্ট বোঝানোর চেষ্টা করে তবে হয়তো তারা বুঝবে না। অতএব সন্তানদের উচিত তাদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন করতে থাকা, তাদের সংশোধনের জন্য তাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করুন এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান শোনার প্রতি উৎসাহিত করা اِنْ شَآءَ الله তাদের সংশোধনের মাধ্যম হবে এবং দেখতে দেখতেই তাদের জীবনের মধ্যেও পরিবর্তন চলে আসবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা রিসালার শুরুতে যেই ঘটনাটি পড়েছেন তাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, গুহায় প্রবেশকারী তিন ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের নিজেদের নেক আমলের ওসিলা পেশ করেছে যেটার বরকতে গুহার মুখ খুলে গেছে এবং তাদের বন্দী থেকে মুক্তি মিলেছে সুতরাং এটার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ পাকের দরবারে শুধুমাত্র নেক আমলের ওসিলা দেওয়া যাবে বরং স্মরণ রাখবেন! নেক আমলের সাথে সাথে নেককার ব্যক্তিবর্গদের ওসিলাও দেওয়া যাবে।

এটা কিভাবে হতে পারে যে, আমরা নিজেদের নেকীর ওসিলা তো পেশ করবো কিন্তু নেককার লোকদের ওসিলা পেশ করতে পারব না অথচ আমাদের নেকীর ওসিলার তুলনায় নেককার লোকদের ওসিলা অনেক বেশি মযবুত। কোথায় আমাদের এরকম নেকী আর কোথায় আল্লাহ পাকের নেককার বান্দারা যেমন আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর আযম? অতঃপর সায়্যিদুল আম্বিয়া صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে আযমতের কথা কী আর বলব! আল্লাহ পাকের পরে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও আযমত হলো সবচেয়ে বেশি।

www.dawateislami.net

মুহাজির ফকিরদের ওসিলা

আল্লাহ পাকের দরবারে নেক আমলের সাথে সাথে নেককার মানুষের ওসিলাও পেশ করা প্রমাণিত রয়েছে যেমন হযরত সায়্যিদুনা উমাইয়া বিন খালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুহাজির ফকিরদের ওসিলায় বিজয় লাভের আশা করতেন।

(শরহুস সুন্নাহ, ৭/৩০৩, হাদিস: ৩৯৫৭)

আঁচলের সুতো

নেককার লোকদের সাথে সাথে যদি তাঁদের সাথে সম্পর্ক রাখা বস্তুসমূহের ওসিলা দিয়েও দোয়া করা হয় তাহলে আল্লাহ পাক কবুল করেন যেমন "আখবারুল আখইয়ার" শরীফে রয়েছে: ভয়াবহ খরা দেখা দিল, লোকেরা অনেক দোয়া করার পরও বৃষ্টি হলো না। হযরত সায়্যিদুনা নিযাম উদ্দীন আবুল মুওয়াওয়্যাদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ তাঁর প্রিয় আম্মাজান رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہَا এর কাপড়ের সুতো হাতে দিয়ে আরজ করলেন: হে আল্লাহ! এটি ওই মহিলার আঁচলের সুতো যার উপর কখনো কোন নামুহরিমের দৃষ্টি পড়েনি, হে আমার মাওলা! এটার সদকায় রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করো! তখনো দোয়া করা শেষ হয়নি তার মাঝেই রহমতের মেঘ এসে ছেঁয়ে গেল আর ঝুম ঝুম বৃষ্টি শুরু হলো। **(আখবারুল আখইয়ার, পৃ: ২৯৪)**

প্রতীয়মান হলো, আল্লাহ পাকের দরবারে নেক আমলের পাশাপাশি না শুধুমাত্র নেককার লোকদের বরং তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বস্তুও ওসিলা পেশ করা যাবে। এবং এটাও বোঝা গেল যে, আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের সাথে যেসব জিনিসের সম্পর্ক হয়ে যায় সেটা বরকতময় হয়ে যায় আর অনেক সময় সেটা প্রকাশিতও হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

গুনাহ থেকে বাঁচার অযিফা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুহায় বন্দী থাকা দ্বিতীয় ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দরবারে স্বীয় গুনাহ বেঁচে থাকার ওসিলা দিয়ে দোয়া করেছিল এবং গুনাহও এমন ছিল যে, খারাপ কাজ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের ভয়ে বিরত থাকা যেটা নফসের জন্য অনেক কষ্টকর। এটাকে এভাবে বুঝে নিন যে, কোন ব্যক্তি সিনেমা দেখছে আর সিনেমাও এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যে, আরও দেখার কৌতূহল জেগেছে কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ তার হৃদয়ে খোদাভীতি সঞ্চার হলো আর তার মস্তিষ্কে এই বিষয়টি আসল যে, আমি দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় এই বর্ণনাটি শুনেছিলাম "যে তার চোখকে হারাম দ্বারা পূর্ণ করবে কিয়ামতের দিন তার চোখে আগুণ ভরে দেওয়া হবে।" (মুকাশিফাতুল কুলুব, পৃ: ১০) অতএব সে যদি আল্লাহ পাককে ভয় করে তৎক্ষণাৎ তাওবা করে নেয় আর তখন সিনেমা দেখা ছেড়ে দেয় তো তার এই আমলটিও একটি নেকী আর সে নিজের এই আমলের ওসিলা পেশ করেও আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতে পারবে।

এটাকে আরও সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বুঝে নিতে পারেন যে, কোন ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় স্বর্ণের একটি লকেট পেল আর সে সেটা উঠিয়ে নিল, এখন তার নিয়ত খারাপ হলো এবং নিজের মানসিকতা বানালো যে, আজ না চাওয়া ফরিয়াদ হাতে চলে আসল এটা বিক্রি করে সেই টাকাগুলো নিজের কাজে লাগাবো কিন্তু হঠাৎ তার এই মনোভাব হলো যে এই লকেটটি আমার জন্য হারাম সুতরাং সেটির মালিকের কাছে যেতে চাইল অতঃপর খোদাভীতির কারণে সে ওই স্বর্ণের লকেটটি তার মালিককে দিয়ে দিলেন সুতরাং সে এই আমলটির সাওয়াব পাবে এবং সে তার এই আমলের ওসিলাও পেশ করে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতে পারবে।

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! অনেক সময় গুনাহের প্রতি নিন্দা ওই কাজ করে থাকে যেটা নেকী করতে পারে না এই অর্থে বান্দা নেকী করে এতটুকু সাওয়াব পায় না যতটুকু নিন্দা করার কারণে পেয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা পড়ুন:

দুইটি জান্নাত দান করা হলো

হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শাসনামলে একজন নেককার যুবক ছিল, যে অধিকাংশ সময় মসজিদে কাটাতো, হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তার নেকীর কারণে তাকে অনেক পছন্দ করতেন, ওই যুবকের বাবা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, এশার নামায পড়ে সে তার বাবার খেদমতের জন্য ঘরে চলে যেত। মসজিদ আর তার ঘরের মাঝখানে একজন মহিলা বাস করত যে ওই যুবকের প্রেমে পড়ে গেল, সে প্রতিদিন তাকে তার কাছে ডাকত কিন্তু সে তার দিকে মনোযোগ দিত না। অবশেষে! একদিন শয়তান ওই যুবকের উপর প্রাধান্য লাভ করল এবং তাকে গুনাহের দিকে ধাবিত করল, যখন সেই যুবক ওই মহিলার সাথে গুনাহ করার ইচ্ছায় তার দিকে অগ্রসর হলো এবং তার ঘরের দরজায় গিয়ে পৌঁছল তখন হঠাৎ তার উপর খোদাভীতি বিরাজ করল এবং তার মুখ দিয়ে অনিচ্ছায় এই আয়াতে মুবারাকা বের হলো:

اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓىٕفٌ مِّنَ الشَّیْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿۲۰۱﴾

(পারা: ৯, সূরা: আ'রাফ, আয়াত: ২০১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয়ই ওই সব লোক, যারা তাকওয়ার অধিকারী হয়, যখনই তাদেরকে শয়তানী খেয়ালের ছোঁয়া স্পর্শ করে, তখন তারা সাবধান হয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।

www.dawateislami.net

ওই যুবকটি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, সেই মহিলাটি তার দাসীকে ডাক দিল আর উভয়ে ধরে ওই যুবককে তার বাবার দরজায় গিয়ে দিয়ে আসল। ওদিকে বাবা খেয়াল করল যে, এখনো পর্যন্ত আমার ছেলে ঘরে আসল না কেন? যখন সে খুঁজার জন্য বের হল তখন সে তার ছেলেকে বেহুশ অবস্থায় পেল তো বাবা জিজ্ঞাসা করল: বৎস কী হয়েছে? ছেলে পুরো ঘটনা বিস্তারিতভাবে বলল। বাবা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল: তোমার কোন আয়াতটি মনে পড়েছিল? যখন সে পুনরায় সেই আয়াতটি তার বাবাকে শোনালো তখন আবারও খোদাভীতিতে সে অজ্ঞান হয়ে জমিনে লুটিয়ে পড়ল, তার এই অনুশোচনা হলো যে, সে কেন এই কদমের দিকে অগ্রসর হলো? যখন তাকে নাড়াচড়া করে দেখা হলো তখন দেখল যে, খোদাভীতির কারণে তার প্রাণ বের হয়ে গিয়েছিল আর সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিল, তাকে গোসল দিয়ে রাতের মধ্যেই কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হলো। সকালে যখন আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে সংবাদ দেওয়া হলো তখন তিনি তার বাবার কাছে সমবেদনা জানানোর জন্য উপস্থিত হলেন আর বললেন: আমাকে রাতেই কেন জানানো হয়নি? আরজ করা হলো: রাতের বেলায় আপনাকে কষ্ট দেওয়াটা ভালো মনে করিনি। বললেন: আমাকে তার কবরে নিয়ে চলো, সুতরাং সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিছু লোককে সাথে নিয়ে তার কবরে গেলেন। আর সূরা রহমানের এই আয়াতে মুবারকা তিলাওয়াত করলেন:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿۴۶﴾

(পারা: ২৭, সূরা রহমান, আয়াত: ৪৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে।

www.dawateislami.net

সেই যুবক কবরের ভেতর থেকে বলল: হে ওমর! নিশ্চয় আমার রব আমাকে সেই দুইটি জান্নাত দান করেছেন। (শরহুস সুদূর, পৃ: ২১৩)

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা দেখলেন তো! ওই যুবককে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কারণে কত বড় নেয়ামত নসীব হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাকে দুইটি জান্নাত দান করেছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা পুস্তিকার শুরুতে যেই ঘটনাটি শুনেছেন, গুহায় ফেসে যাওয়া তৃতীয় ব্যক্তির ভয়ানক আমলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, সে তার নিজের সম্পদ থেকে কর্মচারীর পারিশ্রমিকের টাকা আলাদা করে সেটা ব্যবসার কাজে লাগিয়েছে এরপর কর্মচারীর পক্ষ থেকে যখন তার পারিশ্রমিক চাওয়া হলো তখন সে সাথে সাথে ওই পারিশ্রমিকের টাকা দিয়ে অর্জিত সম্পদ সেই কর্মচারীকে ফেরত দিয়ে দিল অথচ এমনটি করা তার উপর শরয়ীভাবে ওয়াজিব ছিল না।

দেখুন! ওই শ্রমিকের পারিশ্রমিক দ্বারা অর্জিত সম্পদ তেমন কমও ছিল না বরং বর্তমান যুগের হিসাবে ওই সম্পদের পরিমাপ করা হলে হয়তো লক্ষ কোটি টাকা হবে কিন্তু সে সমস্ত সম্পদ শ্রমিককে দিয়ে তাকে অবাক করে দিলো। বর্তমান সময়ে আমানদারীতার এই দৃষ্টান্ত পাওয়া অনেক কঠিন। আজকাল যদি কোন শ্রমিক তার পারিশ্রমিক না নিয়ে উধাও হয়ে যায় তখন নফস আমাদেরকে এই পরামর্শ দিবে যে দেখো! সে তার পারিশ্রমিক তার নিজের ইচ্ছায় রেখে গেছে, এতে তোমার অপরাধ কী? অতঃপর আমরা তার উপর এতটুকু অনুগ্রহ করব যে, যত টাকা তার পারিশ্রমিক হয়েছে সেটা হিসাব করে হয়তো তাকে দিয়ে দিব। যদিওবা এটিও যথেষ্ট কিন্তু গুহায় বন্দী থাকা ওই ব্যক্তির দানশীলতা আর ত্যাগ করার স্পৃহার কথা কী আর বলব!

www.dawateislami.net

প্রথমে সে শ্রমিকের পারিশ্রমিকের টাকাগুলো ব্যবসার কাজে লাগালো এরপর সমস্ত মাল তাকে দিয়ে দিল।

আহ! সম্পদের ব্যাপারটা অনেক কঠিন। আজকাল সম্পদশালী লোকেরা যাকাত দিতে অনেক উদাসিনতা করে থাকে। অনেক সময় এমনও হয়ে থাকে যে, যাকাতের হকদার ব্যক্তি সম্পদশালী লোকের তোষামোদী করে থাকে কিন্তু সে ওই অসহায় লোককে ধোকা দিয়ে থাকে এরপর এতটুকু মাল দিয়ে থাকে যা দিয়ে সে চলতে পারে না।

অতএব গুহায় বন্দী থাকা তৃতীয় ব্যক্তির পারিশ্রমিকগুলো সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্পদসহ শ্রমিককে দিয়ে দেওয়া ব্যক্তির আমলটি এত মহান ছিল যে, যখন সে নিজের নেক আমলের ওসিলা দিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করল তখন সেটার বরকতে পাথরটি গুহার মুখ থেকে একদম সরে গেল এবং ওই তিনজন মুসাফির খুব সহজে গুহা থেকে বের হয়ে এলো।

অসম্ভব বিষয়ে দোয়া করা উচিত নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন কোন পেরেশানী আসে ছোট হোক বা বড়, সেটা সমাধানের জন্য চেষ্টা করা সম্ভব হোক বা না হোক, আল্লাহ পাকের দরবারে সেটার সমাধান হওয়ার দোয়া অবশ্যই করা উচিত। হ্যাঁ! যেই বিষয়টি অসম্ভব সেটার জন্য দোয়া করা যাবে না যেমন অদৃশ্য হাতের দোয়া করা যাবে না কেননা এটা সম্ভব নয় এবং অসম্ভব বিষয়ে দোয়া করা নাজায়িয ও হারাম। গাইবী হাত (অর্থাৎ বাহ্যিক কোন মাধ্যম ব্যতীত পাওয়া অর্থ) এর জন্য দোয়া করা যেমন হে আল্লাহ পাক! যখন আমি জায়নামাযের নিচে হাত রাখব তখন যেন টাকার নোট দ্বারা আমার মুষ্ঠি ভরে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশ্য এইভাবে দোয়া করা যায় যে হে আল্লাহ পাক! আমার উপার্জনে বরকত দাও অথবা আমাকে উপার্জনের মাধ্যম দান করো।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! যে বস্তুটি প্রকৃতির বিপরীত নয় সেই বিষয়ে করা যাবে। যেমন হে আল্লাহ! আমার দরিদ্রতা দূরীভূত করে দাও, আমাকে ভালো ও সহজ একটি চাকরীর ব্যবস্থা করে দাও, আমার অভাব যেন মিটে যায়, আমার যেন নিজস্ব ব্যবসা হয়, আমার যেন নিজস্ব ঘর হয়, আমার রোগ যেন চলে যায়, আমার বাচ্চার রোগ দূর হয়ে যাক ইত্যাদি ইত্যাদি। দূর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দোয়ার দিকে ধ্যান খুব কম অথচ সমাধানের উপায় বের করার দিকে ধ্যান বেশি হয়ে থাকে। আমরা বাহ্যিক উপকরণের দিকে অনেক দৌড়াদৌড়ি করি অথচ যদি আমার দৃষ্টি উপকরণ সৃজনকারীর দিকে হয়ে যায় তবে সমাধান আমার কদমবুচি করবে।

হে আশিকানে রাসূল! যেকোন সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের নিকট ফরিয়াদ করাতে কোন অসুবিধা নেই এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো নেককারদের সর্দার। সুতরাং রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট ফরিয়াদ করাতে কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অনেক ক্ষমতা দান করেছেন তিনি আমাদের ফরিয়াদ শুনেন। দেখুন! আমরা যেখানে ডাক্তারের কাছে আবেদন করি যে ডাক্তার সাহেব! আমার বাচ্চাকে ভালো করে দিন অথচ আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যিনি হলেন ডাক্তারদের ডাক্তার যদি তাঁর মহান দরবারে উম্মত কান্নাকাটি করে দোয়া করে যে "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আমার বাচ্চার দিকে কৃপাদৃষ্টি দান করে তাকে ভালো করে দিন "তবে এতে অসুবিধা কী?" এইভাবে "যখন আমাদের কোন জিনিস চুরি হয় তখন আমরা প্রযুক্তির সাহায্যে অর্থাৎ ফোন করে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে থাকি। সুতরাং "যদি আমরা রুহানী কানেকশনের

www.dawateislami.net

সাহায্যে” রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট ফরিয়াদ করি” তবে তাতে অসুবিধা কী?

واللہ! وہ سُن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اِتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ! کرے دل سے

ওয়াল্লাহ! ওহ সুন লেঙ্গে ফরিয়াদ কো পৌঁছেঙ্গে
ইতনা বী তো হো কোয়ি জো আহ! করে দিল সে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীন শিখা ও শেখানো এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় সুন্নাতের উপর আমল করার স্পৃহা পাওয়ার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাস বানিয়ে নিন। প্রত্যেক ইসলামী জীবনে একবার একসাথে ১২ মাস, প্রতি ১২ মাসে একমাস এবং প্রতিমাসে কমপক্ষে ৩দিনের জন্য কাফেলায় সফর করুন। এবং সম্ভব হলে কাফেলা কোর্স করে নিন যাদে কাফেলা প্রস্তুত করতে বেশি সমস্যা না হয় এবং এসব দ্বীনি কাজের মধ্যে অটলতার পাওয়ার জন্য “নেক আমল” এর উপর আমল করুন’ প্রতিদিন নেক আমল রিসালা পূরণ করে প্রতিমাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদার ইসলামী ভাইকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ুন।

সূচীপত্র

দোয়ায়ে আত্তারঃ ১

দরুদ শরীফের ফযিলত.....১

ওসিলার বরকত.....১

আমল যত বেশি কঠিন পাল্লা তত বেশি ভারী ৬

মা-বাবার মন খুশি করা..... ৮

মাংসের টুকরো কাবাব হয়ে যেত..... ৮

মকবুল হজ্বের সাওয়াব.....১০

মুহাজির ফকিরদের ওসিলা.....১২

আঁচলের সুতো ১২

গুনাহ থেকে বাঁচার অযিফা ১৩

দুইটি জান্নাত দান করা হলো..... ১৪

অসম্ভব বিষয়ে দোয়া করা উচিত নয়..... ১৭

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

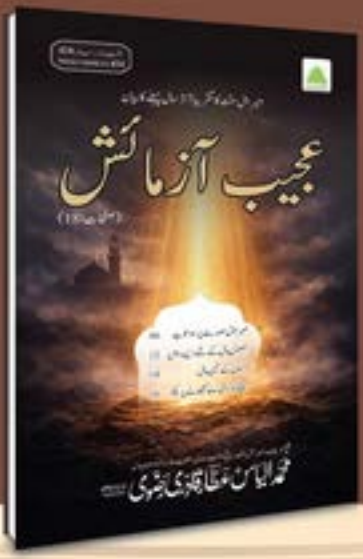

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net